





# ‘ইর ঘর জল’ নিশ্চিত করতে খোয়াইয়ে সুশান্ত



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৫  
ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা সরকারের  
পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতর  
২০২২ সালের মধ্যে ‘জল জীবন  
পক্ষক’-এর মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের  
প্রতিটি নগরিকের বাড়ি বাড়ি  
নলের মাধ্যমে স্বচ্ছ পানীয় জল  
পৌঁছে দিতে অঙ্গীকার করেছে  
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির ‘হর  
ঘর জল’ প্ল্যানকে বাস্তবায়নের  
লক্ষ্যে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান  
দফতরের সাথে যুক্ত সকল স্তরের  
আধিকারিক ও কর্মীরা দিনব্রাতি  
নিরলসভাবে ‘মিশন মুড়ে’ কাজ

করে চলেছে। রবিবার খোয়াই জেলা শাসকের অফিসের কনফারেন্স হলে খোয়াই জেলাভিত্তিক ‘জল জীবন মিশন’ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি নিয়ে খোয়াই জেলার জেলা শাসকের অফিসের কনফারেন্স হল ঘরে এক উচ্চস্তরীয় পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নিয়ে দফতরের মন্ত্রী সুশাস্ত চৌধুরী বলেন, আমাদের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেঞ্জ মোদীজির মার্গদর্শনে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-জী’র সুযোগ্য নির্দেশনা ও পরিচালনায় ২০২২ সালের মধ্যে আমাদের রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের বাড়িতে নল বাহিত পরিস্তুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখ আমরা কাজ করে চলেছি। তিনি ‘জল জীবন মিশন’ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হয়ে এই মিশনের সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, ভিশন ডকুমেন্ট বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০২২

ହଦୟ ବିଦାରକ ଘଟନା ନିରାଜନେତିକ ଫାୟଦା ତୋଳାର ଚାନା କରାଟାଇ ଶ୍ରେୟ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିପ୍ରତ୍ୟେକର ପରିବାରକେ ୫ ଟାକାର କ୍ଷତି ପୂରଣ ଏବାଇ - ଇନ୍ - ହାରନେସ ଥକି ପରିବାରେର ଏକଜନକେ ସରବରା ଚାକରି ଦେଓରା ଆଶ୍ଵାସ ଦିଯ଼େବେଳେ ସେଇ ସଙ୍ଗେ ଘଟନାର ପୁନଃ ତଦନ୍ତକ୍ରମେ ଦେୟିଦେର ଚିହ୍ନଟ ବେଳେ ଉପ୍ୟୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ବିଧାନେର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଯେ ଛେନ । ବିଜେପିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଖପାତ୍ର ନବେନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ ବ୍ୟବ୍ରତିତେ ଏହି ସଂବଦ୍ଧ ଜାନାନ

# বিজেপির প্রতিক্রিয়া

প্রেস রিলিজ, আগরতলা।  
ডিসেম্বর ।। এক টিএসড  
জওয়ানের হাতে তার দুই সহক  
নিহত হওয়ার ঘটনা নিতা  
মর্মস্থিক। ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ  
কোনও ভাষাই নেই। কিন্তু  
মধ্যে থেকেও অনেক রাজনৈতি  
নেতা রসদ সংগ্রহের চেষ্টা ক  
যাহা কোনও দায়িত্বের  
রাজনৈতিক দল কিংবা সেই দল  
নেতাদের কাছ থেকে কাম্য হ  
পারে না। দুই পদস্থ জওয়ান  
পরিবারের পাশে সরব  
সর্বোত্তমাবে দাঁড়িয়েছে। এ  
মুখ্যমন্ত্রী শোকসন্তপ্ত পরিবার  
পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে  
সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এ  
প্রটোকল ভেঙে অতীতে কেবল  
মুখ্যমন্ত্রী এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন কর  
পারেননি। তবে যাই হোক, এ  
হৃদয় বিদ্রুক ঘটনা নি  
রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চে  
না করাটাই শ্রেণি। মুখ্যমন্ত্রী নি  
প্রত্যেকের পরিবারকে ৫ টা  
টাকার ক্ষতি পূরণ এ  
ডাই-ইন-হারনেস প্রক  
পরিবারের একজনকে সরব  
চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে  
সেই সঙ্গে ঘটনার পুরু  
তদস্তুক্রমে দেয়ীদের চিহ্নিত ক  
উপযুক্ত শাস্তি বিধানের প্রতিশ্র  
দিয়েছেন। বিজেপির প্রদ  
মুখ্যপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য  
বিবৃতিতে এই সংবাদ জানান

# সাংবাদিকদের উপস্থিতিকে হাতিয়ার করে মন্ত্রপদের বেপরোয়া চালচলন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি  
আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর। রাজ্যে  
সংস্কৃতি অঙ্গনের পৌঠাস্থান হিসাদে  
গণ্য করা হয় যে রাজ্যীন্দ্র শতবার্ষীর  
ভবনকে, তার প্রধান ফটকে  
বাইরে প্রতিদিন কে বা কারা মদ্যপা  
করে বোতলগুলো পর্যবে  
পাতাবাহার গাছের ফাঁকে ফাঁকে  
ফেলে দিয়ে যায়। প্রতিদিন ওই চতুর  
থেকে গড়ে ১০ থেকে ১২টি মদে  
ব্যাণ্ডেড বোতল উদ্ধার হয়। এই  
বিষয়টিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট  
মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।  
রবিবার একটি সামাজিক সংগঠন  
বিষয়টিকে ক্যামেরাবন্দি করে  
প্রতিবাদী কলম পত্রিকা দফতরে  
এসে যোগাযোগ করেন। তাদের  
বক্তব্য অনুযায়ী, রাজ্যীন্দ্র ভবন  
প্রেক্ষাগৃহের বাইরে মূল সড়কে  
প্রতিদিন সাংবাদিকদের একটি  
বৈকালিক আড়া বসে। যেহেতু  
সাংবাদিকরা সেখানে থাকেন  
পুলিশের হাত থেকে জায়গার  
নিরাপদ ভোবে মদ্যপরা সেখানে  
সন্ধ্যার পরে ভিড় জমান বাসে  
অনুমান। ইতিমধ্যেই বে

কয়েকজন  
বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা  
মদ্যপানীয়ের বোতলগুলোকে ঘিরে  
আগরতলা প্রেস ক্লাবকে অবগত  
করেছেন। শহরের বিভিন্ন এলাকা  
থেকে এসে সাংবাদিকদের  
উপস্থিতিতেই যারা নিয়মিতভাবে  
ওই এলাকায় মদ্যপানের আসর  
জমায়, তাদেরকে চিহ্নিত করে  
উপযুক্ত শাস্তির দাবিও উঠেছে  
দু'তিনটি মহল থেকে। রবিবার  
সামাজিক সংগঠনটি ৫-৬টি ছবি

তুলে প্রমাণ করে দিয়েছে ওই  
চতুরটি রীতিমতো মদ্যপদের ঠেক  
হয়ে উঠেছে। বিষয়টিকে ঘিরে  
ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে ক্ষেত্র  
দেখা গেছে। কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী  
শচীন দেববর্মণের আবক্ষ মৃত্যি  
কয়েক হাত দূরেই। একটু হাঁটে  
গেলেই আগরতলা প্রেস ক্লাব  
ঘটনাস্থলের অন্তি দূরেই বেশ  
কয়েকটি সরকারি দফতরের  
কার্যালয়। ডানে-বায়ে মন্দির এবং  
রাজের অন্যতম পর্যটন ক্ষেত্র তথ

সরকারি মিউজিয়াম। এসবকিছুর  
মাঝখানে থেকেও প্রতিদিন  
পুলিশের চোখ এড়িয়ে রবীন্দ্র  
শতবাব্দী ভবনের ঠিক সামনেই  
সঞ্চয়ার পর থেকে দফায় দফায়  
আড়ার জটলা জমে সেখানে।  
রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ  
সাংস্কৃতিক পৌঁষ্ঠ্রান্তের সামনে  
যুবক-যুবতি, তরণ-তরণীরা আড়া  
মারবেন এতে দোষ কোথায়? কিন্তু  
সমস্যা হলো, প্রতিদিন সন্ধার পরে  
ওই জায়গাটিতে শহরের বিভিন্ন  
এলাকা থেকে দফায় দফায় বাইক  
এবং গাড়ি নিয়ে যুবক-তরণদের  
ভিড় জমে। ওই ভিড়ের অনেকেই  
প্রতিদিন সেখানে দাঁড়িয়ে মদ্যপান  
করেন। অনেকে আবার বিয়ার  
জাতীয় পানীয় পান করে  
সঞ্চয়কালীন সময় কাটান। যে  
শহরে কয়েক কিলোমিটার দূরে  
দূরেই বিদেশি মদের দোকান,  
সেখানে এই বিষয়টি না হয়  
গা-সওয়া হয়ে গেছে শহরবাসী।  
কিন্তু সবচেয়ে লজ্জাকর বিষয় হলো,  
রবীন্দ্র শতবাব্দী ভবনের প্রধান

---

54

# পর্যবেক্ষণ পরীক্ষার দিনে বিদ্যালয়স্তরের পরীক্ষা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর। আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। ১৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। তিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যবেক্ষণ পরিচালিত এই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা দুটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। চলতি মাসেই টার্ম ওয়ান পরীক্ষা যেসব পরীক্ষা স্কুলগুলোতে টিভিএসই পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক টার্ম ওয়ান পরীক্ষাক অনুষ্ঠিত হবে ও ইসব স্কুলগুলোতে আবার স্কুলস্তরের রয়েছে ১৫, ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর। অর্থাৎ তিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যবেক্ষণ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক টার্ম ওয়ান পরীক্ষার সময় স্কুলস্তরের পরীক্ষা রয়েছে। ইতিপূর্বে স্কুল স্তরের পরীক্ষা সূচিতে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৩টা অবধি। আবার তিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যবেক্ষণ পরিচালিত পরীক্ষা শুরু হবে দুপুর ১২টায়। শেষ হবে ১টা ৪৫ মিনিটে। গত ৪ ডিসেম্বর স্কুল স্তরের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। চলবে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। তবে নবম শ্রেণির পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর শেষ হলেও একাদশ শ্রেণির চারটি বিষয়ের পরীক্ষা রয়েছে, যে সময়ে তিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যবেক্ষণ পরীক্ষাও চলবে। একদিকে তিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যবেক্ষণ পরিচালিত পরীক্ষা আবার স্কুল স্তরের পরীক্ষা নিয়ে মহা বিপাকে পড়েছেন একাংশ স্কুল কর্তৃপক্ষ। যেসব স্কুলে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র কিংবা ভেন্যু রয়েছে ওইসব স্কুল কর্তৃপক্ষ একই সময়ে পর্যবেক্ষণ এবং স্কুল স্তরের পরীক্ষা গ্রহণ করতে শিয়ে মহা বিপদে পড়বেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তারা শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, গোটা বিষয়টি যেন গুরুত্বসহকারে দেখেন শিক্ষামন্ত্রী। এক্ষেত্রে তিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যবেক্ষণ কর্তৃপক্ষ তাদের পরীক্ষা সূচি পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে চরম জটিলতা দেখা দেবে বাড়বে সমস্যা। স্কুল কর্তৃপক্ষ মনে করে, শিক্ষা দফতর যদি স্কুল স্তরের পরীক্ষা সূচি পরিবর্তন করে তাহলে সুবিধা হবে। ১৫, ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর স্কুল স্তরের পরীক্ষার সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৩টা। আবার ১২টায় শুরু হচ্ছে পর্যবেক্ষণ পরীক্ষা। যেসব স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র কিংবা ভেন্যু রয়েছে এসব স্কুলের তরফে গোটা বিষয়টি শিক্ষা দফতরকে জানানো হয়েছে। কোনও কোনও স্কুলের তরফে বলা হয়েছে, স্কুল স্তরের এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা একই সাথে গ্রহণ করার মতো পরিকাঠামো নেই। আবার মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিষয়টিতে বাড়তি নিরাপত্তাও থাকে। পর্যবেক্ষণ পরীক্ষা

চালাকানীন যদি স্কুলের পরিচয় চলে তাহলে সমস্যা হতে পারে। দেখা দিতে পারে বিপত্তি। তা নির্বাচন কোনও কোনও স্কুল কর্তৃপক্ষ বিপদে পড়েছেন। ত্রিপুরা মাধ্যমিক পর্যবেক্ষণের দেওয়া তথ্য অনুসারে তা গেছে, মাধ্যমিক পরীক্ষার স্কুল সংখ্যা ১০৯৭। অর্থাৎ এই সংখ্যার স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার হবে ৭৬টি সেন্টারে। এক্ষেত্রে ভেন্যু ১৬২টি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র ৬২টি। ভেন্যু ১২৫টি। ৪০৭টি স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা এবারের পরীক্ষায় বসেছে। উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য ১২টি ভেন্যু এবং মাধ্যমিকের জন্য ১৬২টি ভেন্যু রয়েছে। এখন এই দেখার কে পরীক্ষা সূচি পরিবর্তন করে—শিক্ষা দফতর নাকি মাধ্যমিক পর্যবেক্ষণ? তবে ত্রিপুরা মাধ্যমিক পর্যবেক্ষণের তরফে পরীক্ষা। পরিবর্তন করলে বিবারণ সমস্যা ইত্যাদি পারে। চারটি বিষয়ের জন্য স্কুল স্তরের পরীক্ষা সূচি পরিবর্তন করে শিক্ষা দফতরের পক্ষে সম্ভব বলে অনেকেই মনে করছে। পর্যবেক্ষণ পরীক্ষার দিন স্কুল স্তরের পরীক্ষার বিষয়টি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রাতেন দেশের নাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একাংশ স্কুল প্রধান। এখন এই দেখার শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি কিভাবে মল্লায়ন করেন।

# ତ୍ରିପୁରାଯ ବେଡ଼େଛେ ନାବାଲିକା ବିଯେ, ବେଡ଼େଛେ ଶିଷ୍ଟମୃତ୍ୟୁ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি  
আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। প্রজ  
থেকে প্রজন্ম অপুষ্টি বয়ে বেড়াচে  
এই দেশ। জননক্ষম বয়সে  
(১৫-৮৯) এই দেশে প্রতি পাঁচজন  
মহিলার মধ্যে একজন, শতাংশে  
হিসাবে ১৮.৭ শতাংশ, একেবারে  
লিকলিকে, বড় মাস ইন্ডেক্স প্রাপ্ত  
বর্গ মিটারে ১৮.৫ কিলোগ্রামে  
কম। আঠার বছর হওয়ার আগে  
২৩.৮ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হচ্ছে  
যায়। অপুষ্টিতে ভোগা মেয়েরে  
অপুষ্টি শিশুর জন্ম দিয়ে থাকেন  
তারা অস্বথে ভোগে বেশি। প্রাপ্ত

তিনি শিশুর একজন প্রয়োজনের  
তুলনায় কম ওজনের। ১৯.৩  
শতাংশ শিশু দুর্বল। ন্যাশনাল  
ফ্যামিলি হেলথ সার্ভিস-৫  
(এনএফএইচএস-৫) তথ্য থেকে  
এসব জানা গেছে। ২০২১ সালে  
এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।  
সবচেয়ে কঠিন তথ্য বেরিয়ে  
এসেছে ১৮ বছরের কম বয়সে  
বিয়ের ক্ষেত্রে। গত কয়েক দশকে  
নাবালিকা বিয়ে অনেকটাও  
কমানো গিয়েছিল, কিন্তু দেখা  
যাচ্ছে নাবালিকা বিয়ে এবং  
চিনেজ'র গর্ভধারণ'র ক্ষেত্রে

পরিসংখ্যান উৎসাহদায়ী নয়। তাদের  
জন্মের সময়ে জটিলতা, জন্মের  
সময়ে কম ওজন, মা ও শিশু মৃত্যুর  
হার চিন্তার বিশেষ বিষয় হচ্ছে  
দাঁড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় নাবালিকা বিবেচ  
৩৩.১ শ তাত্ত্বিক থেকে বেড়ে ৪০.১  
হয়েচ্ছে। টিনএজ গর্ভাবধি  
বেড়েচ্ছে, ১৮.৮ শতাত্ত্বিক থেকে  
২১.৯ শতাত্ত্বিক হয়েচ্ছে। বয়ঃসন্ধিকে  
জন্ম দেওয়ার হার বেড়ে হয়েছে ৮.৮  
থেকে ৯.১ শতাত্ত্বিক। এই তুলনা  
২০১৫-১৬ এনএফএইচএস-৪  
সমীক্ষার সাথে। ত্রিপুরা ছাড়াও

## ক্ষতিপূরণ প্রদান দাবি

প্রেস বিলিজ, আগরতলা, ৫  
ডিসেম্বর।। নাগাল্যান্ডের মন  
জেলার ওটিৎ থামে আধা  
সেনাবাহিনীর দ্বারা ১৩ জন স্থানীয়  
কয়লা খনি শ্রমিকদের নৃশংসভাবে  
হত্যা ও আরো ১১ জনকে আহত  
করার তীব্র নিন্দা করছে এবং  
জনবিরোধী ‘আফস্পা’ কালা আইন  
বাতিল করার দাবি করছে  
সিপিআই(এমএল) ত্রিপুরা রাজ্য  
কমিটি।। এই ঘটনায় মৃতদের  
পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর  
সমবেদনা প্রকাশ করছে।  
সিপিআই(এমএল) মনে করে যে,  
এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড মোদি  
সরকারের বহুল প্রচারিত নাগাল্যান্ড

● অর্পণ দুর্ঘেন পাতাল



କୁମାରଘାଟ ଏବଂ ପେଂଚାର  
ସ୍ଟେଶନେ ରାତ କାଟିଛେ  
ଅନେକେ ଆବାର ଟ୍ରେନେର ଅପେକ୍ଷା  
ନା କରେ ଚଲେ ଯାନ ହୋଟେଲ କିମ୍ବା  
ଲଜେ । ସବାର ପକ୍ଷେ ହୋଇ  
କିଂବା ଲଜେ ଉଠା ସନ୍ତର ହୟ  
ଏଦିନ ଡିବେ ଠାସା ଡେମୋ ଟ୍ରେନ୍  
ଯେତୋବେ ଆଗରତଳାୟ ଏ  
ପୌଛେଛେ ତା ଦେଖେ ସକଳ  
ଆତିକିଣି ହୟେଛେନ । କାବ୍ୟ  
ଏକେବାରେ ବାଦାଦ୍ଵାରା ହେଲା  
ଯାତ୍ରୀରା ଆଗରତଳାୟ ଏ  
ପୌଛାନ । ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଛେ ଯଦି କେବେଳା  
ଯାତ୍ରୀ ଦୁସ୍ତିନାର ଶିକାର ହେଲା  
ତାହଲେ ଏର ଦାସଭାର କେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ  
ଏହାଡ଼ା ବିକେଳ ଥେକେ ରାତ ପରିଷ୍କାର  
ପ୍ରଶାସନ ଏକଟି ବିକଳ୍ପ ଟ୍ରେନ୍  
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଲୋ ନା କେନ ? ରାତରେ  
ଯଥିନ ରେଲ ପରିମେବା ଚାଲୁ ହୟେଲା  
ନାଗରିକରା ଭେବେଛିଲେନ ଏହା  
ହୟତୋ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବସ୍ଥା  
ସମସ୍ୟାଯ ପଡ଼ିତେ ହବେ ନା । ଫିଲ୍ମରେ  
ତାଦେର ଧାରଣା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ନାହିଁ  
ତା ଏଦିନେର ସଟନା ଆରଓ ଏକବିନାମୀ  
ସବାଇକେ ମନେ କରିଯେ ଦିଯିଯେଲା

ମୁଁକି ନିୟେ ଫିରିଲେନ ଅନେକେ  
ଦେଖିଲେନ ଆଟକେ ପଡ଼େନ ବହୁ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি  
ফটি করায় / ধর্মনগর, ৫  
ডিসেম্বর।। রবিবার বেলা ৩০টা  
৪০ মিনিটে ধর্মনগর স্টেশন থেকে  
আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া  
সর্বশেষ ডেমো ট্রেনটিতে তিল  
ধরার জায়গা ছিল না। জীবনের  
কুঁকি নিয়ে শত শত মানুষ এদিন  
ট্রেনে চড়েছিলেন। ধর্মনগর থেকে  
রওনা হওয়ার সময় ভিড় এতটাই  
বেশি ছিল যে, কুমারঘাট এবং  
পেঁচারখাল স্টেশনে আসা কোনো  
যাত্রীকে নতুন করে টিকিট দেওয়া  
হয়নি। তবে যারা আগে থেকে  
টিকিট কেটে রেখেছিলেন তারাও  
এদিন দুটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থেকেও  
ট্রেনে উঠতে পারেননি। একই  
অবস্থা হয় পানিসাগর স্টেশনে  
দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের ক্ষেত্রেও  
রবিবার উভ্র এবং উনকোটি  
জেলায় আদালতে চতুর্থ শ্রেণি কর্মী  
নিয়োগের পরীক্ষা ছিল। রাজ্যের  
বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরীক্ষার্থীরা স্ব-স্ব  
পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়েছিলেন। তবে  
যাওয়ার সময়ও ট্রেনে তাদের

- > একলব্য স্কুল ও আশ্রম স্কুল নির্মাণ (ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য)
  - > মাধ্যমিকেডোর বৃত্তি
  - > প্রাক-মাধ্যমিক বৃত্তি (নবম ও দশম শ্রেণী)
  - > প্রধানমন্ত্রী বন্ধন ঘোষণা
  - > মাইনর ফিল্ডস্ট প্রজেক্টস অপারেশন (এবং এফ. পি. এ)
  - > শ্রেণীল সেটাল এসিস্টেন্স টু ট্রাঈকেল সাবক্ষীর
  - > গ্র্যাউন্ড আভোর আর্টিকেল ২৭৫ (১)
  - > তৎশিলি উপজাতি এবং অন্যান পরম্পরাগত বনবাসী (বনবীকার দীক্ষিতি) আইন ২০০৬ এর বাস্তবায়ন
  - > জনাবিকার সুরক্ষা আইন ১৯৫৫ এবং তৎশিলি জাতি ও তৎশিলি উপজাতি (নৃসংস্থ বেণু) আইন ১৯৮৯ এর

— ८६ —

- গুরু) ভাষ্টক প্রকল্প :

  - ছাত্রাবাস বৃত্তি
  - প্রাক মাধ্যমিক বৃত্তি (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী)
  - মাধ্যমিকেন্দ্র বৃত্তির পরিপূরক বৃত্তি
  - আল্ক হোটেল ক্লীড়া প্রতিযোগীতা
  - মো পুরস্কার বিতরণ
  - মাধ্যমিক অনুষ্ঠীন স্তর আউট ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোচিং
  - কলা ও সংস্কৃতির বিষয়
  - মেলিক বিষয়ের উপর বিশেষ কোচিং
  - বিনামূল্যে পুস্তক সম্পর্কাত্মক (নবম থেকে বক্লেজ স্তর পর্যন্ত)
  - মুখ্যমন্ত্রী বাবার বিষয়
  - ছাত্র ও ছাত্রাবাস নির্মাণ
  - নিউক্লিয়াস বাড়েট কর্মসূচী
  - দ্বারাবিক ভীমনে মিসেস আসা আন্তর্দৰ্শনকরী যুক্তিমূলভৌমিক অর্থনৈতিক পুর্বাদন কর্মসূচী
  - নবগুরুবুল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ১৮ এক্সেস সফটওয়্যার প্রাপ্তি এর উপর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা









